মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে মাদকসহ বিভিন্ন মামলার ৬ আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মাদক মামলাযর ৩ জন, চুরির মামলায় ১ জন ও আদালতের পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি ২ জন।

সোমবার (২২ এপ্রিল) দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) ভোররাত পর্যন্ত জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম জানান, আজ মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) দুপুরে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে চাইনা দুয়ারি জাল উদ্ধার

মেহেরপুর ভৈরব নদে অভিযান চালিয়ে ৫০ টি চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) দুপুরের দিকে এই অভিযান চালানো হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাঝহারুল ইসলামের নেতৃত্বে ভৈরব নদে অভিযান চালিয়ে ৫০ টি চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করেন। পরে জনসম্মুখে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

আরো পড়ুন: মেহেরপুরে তীব্র তাপদাহে ঝরে পড়ছে আম-লিচুর গুটি

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম বলেন, ভৈরব নদে জাল ফেলে অবৈধভাবে মাছ শিকার করছে এমন অভিযোগ পেয়ে ভৈরব নদ অভিযান চালিয়ে ৫০ টি চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।

অভিযানে মেহেরপুর সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস কর্মকতা মীর মোঃ জাকির হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে তীব্র তাপদাহে ঝরে পড়ছে আম-লিচুর গুটি

তীব্র তাপপ্রবাহ ও অতিখরায় পুড়ছে মেহেরপুর। অসহনীয় গরমে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে মানুষসহ প্রাণীকুল। শুধুমাত্র মানুষ ও প্রাণিকুলই নয়, তাপপ্রবাহের প্রভাব পড়েছে ফসলের উপর।

তীব্র তাপের কারণে বোটার রস শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে আম ও লিচুর গুটি। সু-স্বাদু লিচু ও আমের জন্য বিখ্যাত মেহেরপুর হলেও এবছর আম ও লিচুর মুকুল এসছে। সে মুকুল এখন পরিনত হয়েছে গুটি আকৃতিতে। মুকুল থেকে গুটি আসার সময় অনাবৃষ্টি আর তাপদাহের কারনে পুড়ে যাচ্ছে লিচু ও আমের মুকুল। সেই সঙ্গে ঝরে পড়ছে আম ও লিচুর গুটি।

আরো পড়ুন: গাংনীতে টিউবওয়েলে উঠছে না পানি!

প্রাকৃতিক এই বিরুপ আচরনে চরম দুশ্চিন্তায় জেলার লিচু ও আম চাষিরা। এঅবস্থায় লিচু আর আম বাগানে সেচসহ বিভিন্ন পরিচর্যা করে গাছের লিচু ও আমের গুটি রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন বাগান মালিকরা। কৃষি বিভাগ বলছেন, আবহাওয়ার প্রতিকুলতার মোকাবিলা করে গাছের গুটি রক্ষায় চাষিদের সব ধরনের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলরা কৃষি অফিসের তথ্যানুযায়ি, জেলায় লিচুর বাগান রয়েছে ৮০০ হেক্টর জমিতে। এসকল বাগানে,আটি লিচু,বোম্বাই,চিলি বোম্বাই,আতা বোম্বাই ও চায়না-থ্রি জাতের লিচু উৎপাদন হয়ে থাকে।

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□, ‘□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□

□□□□ □□□ □□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ (□□) □ □□□□ □□□□□□□ (□□) □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ (□□) □ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ (□□) □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□, □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ (□□□□) □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□, □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□

অনাধিকার প্রবেশ করে হামলা চালাই।

গৃহকর্তা জাফর জানান, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের জাহাঙ্গীর আলম ওরফে বাবুর ছেলে লিমন হোসেন ও আতাউল ইসলামের ছেলে বকুল হোসেন গত রবিবার (২১ এপ্রিল) দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ৯ টার দিকে ওই বাড়ির প্রাচীর টপকে ডাব চুরি করে।

এসময় প্রতিবেশী আব্দুর রাজ্জাক, জাকির হোসেন, মিজানসহ অন্যান্যরা তাদের দেখে ফেলেন। এসময় কিশোর লিমন হোসেন ও বকুল হোসেনকে আটক করে রাখেন। খবর পেয়ে লিমনের বাবা জাহাঙ্গীর আলম ও বকুল হোসেনের পিতা আতাউল ইসলাম ওই বাড়িতে প্রবেশ করে নানাভাবে হুমকী ধামকী দেন। এছাড়া গৃহকর্তা জাফরকে হামলা চালিয়ে মারধর করেন। এছাড়া হ্যামার দিয়ে ঘরের দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা পুলিশের ৯৯৯ নম্বরে কল দিলে গাংনী থানার এসআই আলিমুল সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্ত দুজনকে হেফাজতে নেন। এসআই আলিমুল অভিযুক্তদের থানায় না নিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য সাহাবুদ্দীন আহম্মেদের হাতে জিম্মায় রাখেন। যখন চাইবে তখন উপস্থিত করবে এই শর্ত।

আজ সোমবার সকালে জাফরের স্ত্রী মহাসিনা বেগম পাড়ার একটি দোকানো কিছু বাজার করতে গেলে লিমনের মা লতা খাতুন ও তার শাশুড়ি আমপারা খাতুন তাকেও মারধর করেন বলে অভিযোগ কেরেন তিনি। শুধু মারধর করেই ক্ষান্ত হয়নি, জাফরের পরিবারের কোনো সদস্যকে বাড়ির বাইরে যেতে দেবেনা বলেও হুমকী ধামকি দিচ্ছেন লিমনের পিতা জাহাঙ্গীর আলম।

এ ব্যাপারে গাংনী থানার এসআই আলিমুল জানান, ভুক্তভোগী পরিবারকে সকালে থানায় এসে লিখিত দেওয়ার করা বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা দেইনি। আমরা এইজন্য কোনো ব্যবস্থা নিতে পারিনি। আইনগত ব্যবস্থা নিতে হলে তো ভুক্তভোগী পরিবারের লিখিত অভিযোগ থাকতে হবে।

মুজিবনগরে ছাত্রলীগের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

মুজিবনগর এ বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মুজিবনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নির্দেশনা অনুযায়ী পাঁচ দিনে দশ লক্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আওতায় মুজিবনগরে উপজেলা ছাত্রলীগ উপজেলায় ১ হাজার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছে।

মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ইমাম হোসেন ইমন এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী স্বপন, সহ-সভাপতি ইশতিয়াক হোসেন লিমন, ওমর শরীফ উৎসর্গ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সায়েম খন্দকার সহ উপজেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কয়েকটি ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করার মাধ্যম দিয়ে বৃক্ষ করছে কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

গাংনীর নিত্যনন্দপুর গ্রামকে বাল্যবিয়ে মুক্ত ঘোষণা

বাল্য বিবাহ একটি অভিসাপ। বাল্য বিয়ের ফলে আমরা আগামীতে যেমন একটি পুস্টিহিন জাতী পাবো, তেমনী হারাবো আমাদের আদরের সন্তানকে। তাই পিতা মাতা তাদের সন্তানকে মৃত্যুর কোলে তুলে দিতে চাননা। সচেতন হয়েছেন অভিভাবকরা। সরকারি এবং বেসরকারী উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ করছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

পুরোদমে চলছিল বাচ্চাদের ক্লাস। ফলে তীব্র গরমের মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে বাইরে বের হতে হচ্ছে ছোট্ট সোনামণিদের।

আরো পড়ুন: গাংনীতে টিউবওয়েলে উঠছে না পানি!

অভিভাবকরা বলছেন,আমরা জানি ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু যখন মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরীর ম্যাডামকে আমার জিগ্গেস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে কিনা তারা বলে ক্লাস চলমান থাকবে।

তারা আরো বলেন, তীব্র গরমের মধ্যেও স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে ছেলে-মেয়েদের ক্লাস করাতে নিয়ে এসেছি। স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদের আসতে মানা না করাই আমরা সবাই এখানে এসেছি।

চলমান তাপপ্রবাহের মধ্যে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিবেচনায় আগামী ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত সব সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ছুটির দিনেও (রবিবার ও সোমবার) ক্লাস নিয়েছে মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরী।

মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরীর শিক্ষিকা রেশমা খাতুন বলেন, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি আছে সেটা আমার জানা ছিল কিন্তু ঊর্ধ্বতন স্যারকে এই বিষয়ে জিগ্গেস করলে তিনি কিছু বলেন না তাই আমি ক্লাস নিচ্ছি।

মেহেরপুর জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ আয়ুব হোসেনকে এই বিষয়ে জিগ্গেস করলে তিনি বলেন, আমি ছুটি দিয়ে দিছি কিন্তু তাও ক্লাস চলেছে।

গাংনীতে টিউবওয়েলে উঠছে না পানি!

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেশ কয়েকটি গ্রামের হস্তচালিত টিউবওয়েলে পানি উঠছেনা। ফলে, এলাকার মানুষের মধ্যে পানির সংকট

এখন চরমে পৌছেছে।

দীর্ঘ অনাবৃষ্টি, ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার, অপরিকল্পিতভাবে শ্যালো মেশিন দিয়ে পানি তোলা, এবং পুকুর-খাল-বিল ভরাটের কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। আগামিতে বৃষ্টিপাত না হলে পরিস্থিতি আরও অবনতি হবে বলেও জানান তারা।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে সীমান্তবর্তী মেহেরপুর জেলার ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমেই নিচে নামছে। জেলার গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের আমতৈল, মানিকদিয়া, কেশবনগর, শিমুলতলা, রইয়েরকান্দি, সহড়াবাড়িয়া, কাথুলি ইউনিয়নের গাঁড়াবাড়িয়া, ধলাসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় চলতি শুষ্ক মৌসুম শুরু থেকেই সুপেয় পানির সংকট প্রকট হচ্ছে। এসব এলাকায় নিচের দিকে নামছে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর।

আরো পড়ুন: মেহেরপুরে তাপমাত্রার পারদ উঠল ৪০.৭ ডিগ্রিতে

জানা গেছে, উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সাধারণত মাটির নিচে ৫০-৬০ ফুট গভীরে পানির স্তর স্বাভাবিক থাকে। দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ায় ওইসব এলাকায় পানির প্রাকৃতিক উৎসগুলোও ক্রমেই শূন্য হয়ে পড়ছে। এতে একদিকে গৃহস্থালির কাজে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে বোরো চাষে পানির সংকটের আশঙ্কা করছেন কৃষকরা।

ভুক্তভোগীরা বলছেন, গ্রীষ্মকাল শুরু না হতেই এবার পানির সংকট দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ টিউবওয়েলে পানি উঠছে না। অথচ, গ্রামে সুপেয় পানির জন্য নলকূপই শেষ ভরসা।

তারা বলেন, বাড়ির টিউবওয়েলে পানি মিলছেনা। দুই সপ্তাহ ধরে তাদের মোটর পানি তুলতে সক্ষম হচ্ছে না। পানি নিয়ে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বলে জানান মানিকদিয়া গ্রামের গৃহবধূ শাহানারা। একই অবস্থা তাদের আশপাশেও। অথচ তাদের বাড়ি থেকে দেড়শ গজ দূরে বয়ে চলেছে মাথাভাঙ্গা নদী। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় ভুগছেন তারা।

ভুক্তভোগীদের মতে, আগে ২০-৩০ মিনিট মোটর চালালেই বাড়ির ছাদের ট্যাংক পূর্ণ হয়ে যেতো। ১৫-২০ দিন ধরে-দুই- তিন ঘণ্টা মোটর চালালেও প্রয়োজনীয় পানি মিলছে না। এভাবে চলতে গিয়ে নষ্ট হচ্ছে অনেকের বৈদ্যুতিক মোটর।

ক্লিনিকের টিউবওয়েলসহ মানিকদিয়া গ্রামের ইখলাছ, ইলিয়াস কাঞ্চন, মশিউর রহমান, হাফিজুর, আইতাল হক, আইনাল হক, ইসমাইল হোসেন, নাজির হোসেন, বাবু, আজিত হোসেন, আসাদুল বিশ্বাসের বাড়িতে প্রথম পানি ওঠা বন্ধ হয়েছে।

ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা বলেন, ষোলটাকা ইউনিয়নে মোট ৬২১৫ টি খানা রয়েছে।
এসব খানাগুলোতে প্রায় ৬ হাজার টিউবওয়েল রয়েছে। এই ইউনিয়নের ৪/৫ গ্রামে বিশেষ করে চৈত্র, বৈশাখ ও জৈষ্ঠ এই তিন মাস টিউবওয়েলে পানি থাকেনা। এই সমস্যাটা প্রায় ৩/৪ বছর আমি দেখছি। আমি জনপ্রতিনিধি হিসেবে জেলা প্রশাসক ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাহেবদের অনুরোধ জানাচ্ছি বিষয়টি নজরে নেওয়ার জন্য। ইউনিয়নে যে পরিমান বাজেট রয়েছে তা দিয়ে পানির এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

শিক্ষাবিদ ও পরিবেশবিদ সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘অপরিকল্পিত নগরায়নে খোলা জায়গা ও জলাধার কমে যাওয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে পানির এ সংকট দেখা দিয়েছে, যা আমাদের জন্য অশনিসংকেত। এখনই সচেতন না হলে আগামীতে সমস্যা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করবে।’

দীর্ঘ অনাবৃষ্টি, বাড়তি তাপমাত্রা ও সেচ দেওয়ার জন্য ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন এ ভোগান্তির কারণ বলে মনে করছেন গাংনী উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান কল্লোল। ভূ-পৃষ্ঠীয় পানি বা সারফেস ওয়াটারের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে আগামীতে এ সংকট আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা এই কর্মকর্তার।

গাংনী উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের তথ্যমতে, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সুপেয় পানির স্তর প্রতিবছর ১০ থেকে ১১ ফুট নিচে নামছে। ১০ বছর আগেও এই এলাকায় ৬০ থেকে ৭০ ফুটের মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ সুপেয় পানির স্তর পাওয়া যেতো। অথচ এখন পানির জন্য যেতে হয় ৩০০ ফুটেরও বেশি গভীরে।

তিনি আরও বলেন, গত কয়েক বছরে এ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ভূ- গর্ভস্থ সুপেয় পানির স্তর ১০ থেকে ১৫ ফুট নিচে নেমেছে। ফলে অকেজো হয়ে পড়েছে হস্তচালিত অনেক টিউবওয়েল। ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন তিনি।

[redacted]

[redacted]